গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের
# কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর**
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

# ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পরিচিতি

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রধানত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু ও বাংলাদেশে ভ্রমনেচ্ছু বিদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা ইস্যু ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে থাকে। ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাপনা তথা এয়ারপোর্ট ও চেক পোস্টের মাধ্যমে গমনাগমন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। এ অধিদপ্তর পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান এবং সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে।

**ক্রমবিকাশ:**

১৯৬২ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১৯৬২ সালে পরিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং ঢাকায় মাত্র একটি পাসপোর্ট অফিস থেকে সমগ্র বাংলাদেশে পাসপোর্ট প্রার্থীদের পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম শুরু করে।

১৯৭৩ পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে পরিদপ্তর থেকে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর যাত্রা শুরু করে। জোনাল কার্যালয় ঢাকার অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনায় মোট পাঁচটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে।

১৯৮১ রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল-এ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন আরও ৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়।

১৯৮২ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটির রিপোর্টে অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট জনবল উল্লেখ করা হয়- ৩২৪ জন।

১৯৯৮ নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোরে জনবলসহ আরও নতুন ৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। একই সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা'য় অন এ্যারাইভাল ভিসা প্রদানের জন্য একটি ভিসা সেল সৃজন করা হয়। এতে অধিদপ্তরের জনবল দাঁড়ায় ৩৭০ জন।

২০০১ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সৃজনের মাধ্যমে মোট অফিসের সংখ্যা হয় ১৬ টি এবং জনবল হয় ৩৯৭ জন।

২০১০ সরকার আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর মানদন্ড অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানের পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর উদ্যোগ নেয়। ২০১০ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তনের ফলে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাসের আওতায় ঢাকার যাত্রাবাড়ী ও উত্তরা, পটুয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, চট্টগ্রামের চাঁদগাঁও, ফেনী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কিশোরগঞ্জ, টাংগাইল, বগুড়া, ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় মোট ১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও যশোর ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা'য় স্থাপিত ১টি ভিসা সেল-এর অতিরিক্ত ৬টি ভিসা সেল (বেনাপোল স্থলবন্দর, শাহআমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, এমএজি ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, আখাউড়া স্থলবন্দর, টেকনাফ সমুদ্রবন্দর) এবং সোনা মসজিদ (শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ), বুড়িমারী (পাটগ্রাম, লালমনিরহাট), হিলি (হাকিমপুর, দিনাজপুর), বিবির বাজার (কুমিল্লা), বিলোনিয়া (মজুমদারহাট, পরশুরাম, ফেনী), তামাবিল (গোয়াইনঘাট, সিলেট), ভোমরা (সাতক্ষীরা), দর্শনা (দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা), বাংলাবান্ধা (তেতুলিয়া, পঞ্চগড়) মোট ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল সৃজন করা হয়। উপরোক্ত অফিসগুলোতে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও ২৮৮ জন জনবল বৃদ্ধি করা হয়।

২০১১ পাসপোর্ট সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সর্বশেষ ২০১১ সালে সারা দেশে আরও ৩৩ টি জেলায়-গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, লক্ষীপুর, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা ও বরগুনায় জনবলসহ ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। এর মাধ্যমে ৭টি ভিসা সেল ও ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টসহ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট অফিসের সংখ্যা হয় ৮৬টি এবং মোট জনবল দাঁড়ায় ১১৮৪ জন। এই ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজনের মাধ্যমে দেশের সকল জেলায় অর্থ্যাৎ ৬৪টি জেলায় পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করা হয়। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে উপরোক্ত ভিসা সেল এবং ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রম এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি।

২০১৬ -২০১৭ জনগণকে কাঙ্খিত পাসপোর্ট সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকায় অতিরিক্ত ৪টি পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তৎমধ্যে পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস ১লা ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এবং পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয় ৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে উদ্বোধন করা হয় । অবশিষ্ট দুটি অফিস; পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র- ঢাকা পশ্চিম অঞ্চল, পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র- ঢাকা পূর্ব অঞ্চল চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

## রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করা এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর করা।

## অভিলক্ষ্য (Mission):

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল করা এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভিসা প্রদান, ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং এয়ারপোর্ট সমূহে ই-গেইট (e-Gate) প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ ।

## কার্যাবলি (Functions):

১. বাংলাদেশি নাগরিকদের অর্ডিনারি/অফিসিয়াল /ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান;
২. বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণির ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ;
৩. বিদেশি নাগরিকদের অন এরাইভাল ভিসা প্রদান;
৪. বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত বিদেশি নাগরিকদের নো ভিসা প্রদান;
৫. সার্ক ভিসা এক্সাম্পশন স্টিকার প্রদান;
৬. কালো তালিকা সংরক্ষণ;
৭. ভিসার জন্য বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্তকরণ;
৮. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ;
৯. এমআরপি পার্সোনালাইজড করে দেশে ও বিদেশস্থ মিশনসমূহে সরবরাহকরণ;
১০. পাসপোর্ট বুকলেট ও ভিসা স্টিকার ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ করা;
১১. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি আবেদন ফরম, ভিসা স্টিকার ও ট্রাভেল পারমিট সরবরাহকরণ;
১২. বিদেশিদের পরিচিতি সনদ (Certificate of Identify) প্রদান;
১৩. বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন অনুমতি (Route Change Permit) দেওয়া;
১৪. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের Consular Wing এর কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়সাধন করা;
১৫. পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকারের হালনাগাদ নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি মিশনগুলোকে অবহিত করা;
১৬. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি।

# ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

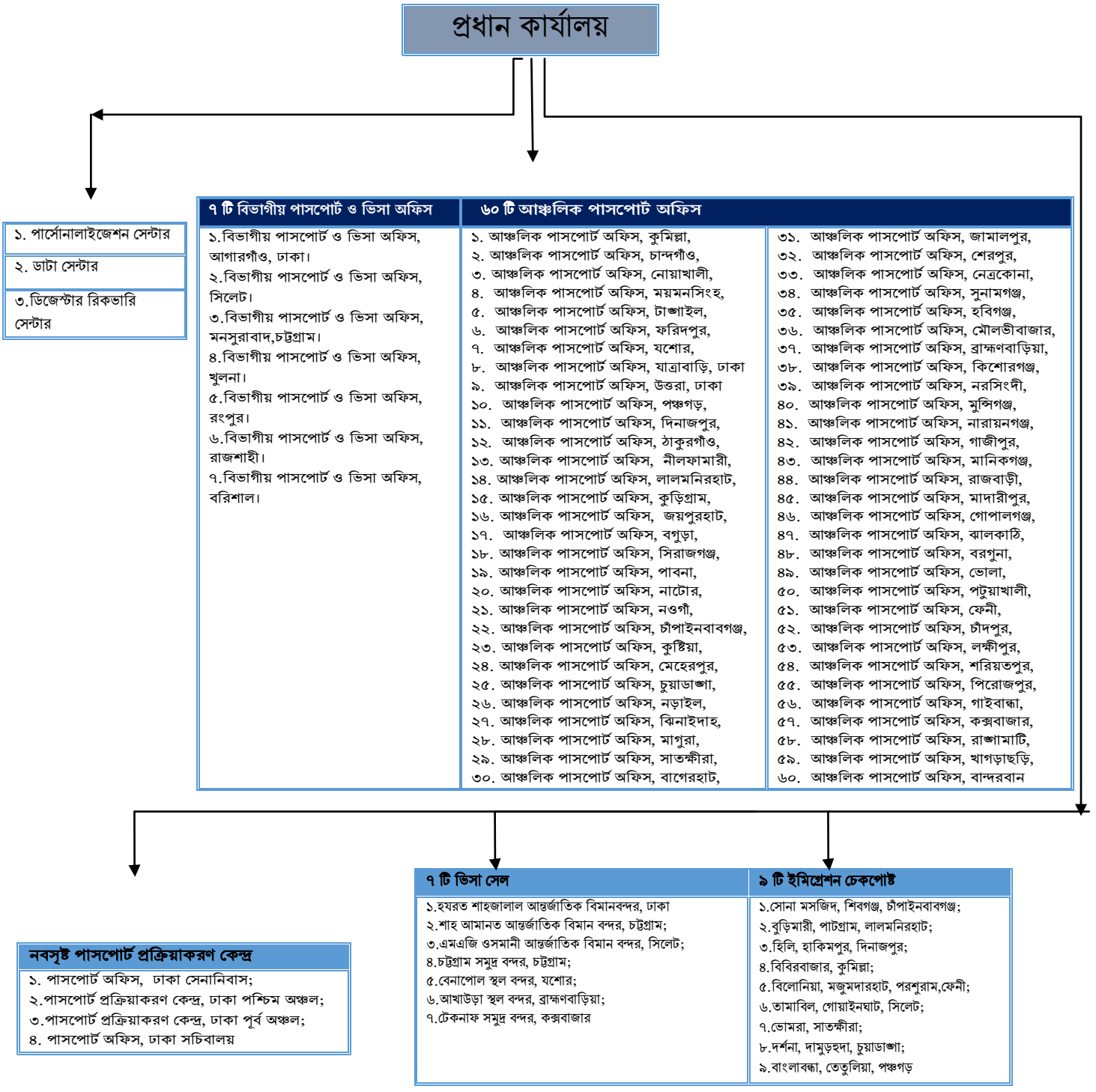

**জনবল:**

**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবলের তালিকা ঃ**

| ক্রমিক নং | পদের শ্রেণি | মঞ্জুরীকৃত পদ | পূরণকৃত পদ | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | প্রথম শ্রেণি | ১৩৩ | ৮৫ | ৪৮ | |
| ২ | দ্বিতীয় শ্রেণি | ৪৭ | ২৯ | ১৮ | |
| ৩ | তৃতীয় শ্রেণি | ৬৮৩ | ৬৫৬ | ২৭ | |
| ৪ | চতুর্থ শ্রেণি | ২৯৮ | ২৯৮ | ০০ | মৃত্যু/পদত্যাগ/অপসারণ/ পদোন্নতি/অবসরজনিত কারণে মোট ২৩টি পদ বিলুপ্ত |
| ৫ | মোট | ১১৬১ | ১০৬৮ | ৯৩ | |

অধিদপ্তরের সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে পর্যাপ্ত জনবলসহ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

নির্ধারিত সময়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক(পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা) জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

**২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার মূল্যায়ন প্রতিবেদন :**

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI) | লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮(**Target/ Criteria Value for FY ২০১৭-২০১৮**) অসাধারন (Excellent) ১০০% | অর্জন (achievement) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. সহজ ও দ্রুততম উপায়ে পাসপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিকদের বিদেশ গমনাগমন সহজীকরণ | [১.১] নির্ধারিত সময়ে এমআরপি ইস্যুকরণ | [১.১.১] নির্ধারিত সময়ে তদন্তে প্রেরণকৃত আবেদন | সংখ্যা | ৬ | ১৭১২০০০ | ১৭০০০৬০ |
| | | [১.১.২] নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদন | সংখ্যা | ৬ | ১৬৮০০০০ | ১৬৬১১৩৫ |
| | | [১.১.৩] নির্ধারিত সময়ে পেমেন্ট যাচাইকৃত আবেদন | সংখ্যা | ৫ | ৩২৩০০০০ | ৩৪৪০১৮৩ |
| | | [১.১.৪] নির্ধারিত সময়ে AFIS অনুমোদনকৃত আবেদন | সংখ্যা | ৬ | ৩২১০০০০ | ৩৪১৯৩৮৪ |
| | | [১.১.৫] নির্ধারিত সময়ে ডেমোগ্রাফিক তথ্য যাচাইকৃত আবেদন | সংখ্যা | ৪ | ৩২৫৫০০০ | ৩৪৯৪২৩৭ |
| | | [১.১.৬] নির্ধারিত সময়ে সেন্ট্রাল রি-ইস্যু ইনভেস্টিভেশন সম্পন্নকৃত আবেদন | সংখ্যা | ৩ | ১৮০০০০ | ৮৭২৮৫ |
| | | [১.১.৭] GO/NOC যাচাইয়ের ভিত্তিতে ইস্যুকৃত আবেদন | সংখ্যা | ২ | ৬৫৯০০০ | ৭৯৯৪৯৫ |
| | [১.২] পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণ | [১.২.১] সকল জেলায় সম্প্রসারিত অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম | সংখ্যা | ২ | ৫ | ৫ |
| | [১.৩] বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে এমআরপি কার্যক্রম সম্প্রসারণ | [১.৩.১] বিদেশস্থ মিশনসমূহে সম্প্রসারিত এমআরপি কার্যক্রম | মিশনের সংখ্যা | ৩ | ৩০ | ৪ |
| | [১.৪] নির্ধারিত সময়ে পার্সোনালাইজড পাসপোর্ট গ্রাহকের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ | [১.৪.১] নির্ধারিত সময়ে ডাকবিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হস্তান্তরকৃত পার্সোনালাইজড পাসপোর্ট | সংখ্যা | ৬ | ২৫০০০০০ | ২৫১৫২৪০ |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI) | লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮(**Target/ Criteria Value for FY ২০১৭-২০১৮**) অসাধারন (Excellent) ১০০% | অর্জন (achievement) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ফেডারেল এক্সপ্রেস কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিদেশস্থ মিশনসমূহে হস্তান্তরকৃত পার্সোনালাইজড পাসপোর্ট | সংখ্যা | ৪ | ৭৩০০০০ | ৮০১৮০৮ |
| | (১.৫) ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন | (১.৫.১) ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়িত | % | ৩ | ২০ | ২০ |
| ২. বিদেশীদের বাংলাদেশে অবস্থান ও গমনাগমন সহজীকরণের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি ও দেশত্যাগের অনুমতি প্রদান | [২.১] নির্ধারিত সময়ে এমআরভি ইস্যুকরণ ও দেশত্যাগের অনুমতি প্রদান | [২.১.১] নির্ধারিত সময়ে তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইস্যুকৃত এমআরভি অথবা দেশত্যাগের অনুমতি | সংখ্যা | ১৫ | ১২৪০০০ | ৪৪৪৭৮৬ |
| | [২.২] বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে এমআরভি কার্যক্রম সম্প্রসারণ | [২.২.১) বিদেশস্থ মিশনসমূহে সম্প্রসারিত এমআরভি কার্যক্রম | মিশনের সংখ্যা | ৫ | ১৫ | ১৫ |
| ৩. ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও আধুনিকায়ন | [৩.১] অটোমেটেড বর্ডার কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় ইমিগ্রেশন চেকপোস্টসমূহে ই-গেইট চালুকরণের মাধ্যমে সহজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ | [৩.১.১] স্থাপিত ই-গেইট | সংখ্যা | ৫ | ২০ | ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালুর সাথে সম্পর্কিত |
| ৪. পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন | [৪.১] বাংলাদেশ ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে এমআরপি ও এমআরভি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের হিসাব অনলাইন প্রক্রিয়ায় সংগ্রহকরণ ব্যবস্থা চালুকরণ | [৪.১.১] বাংলাদেশ ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে এমআরপি ও এমআরভি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের হিসাব অনলাইন প্রক্রিয়ায় সংগ্রহকরণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ৫ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ | দেশের অভ্যন্তরে ৫টি অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে এমআরপি ফি সংগ্রহকরণ ইতিপূর্বে চালু করা হয়েছে। |

## এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট):

এসডিজি অর্থ্যাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে অধিদপ্তর সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছে:

লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ : পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং অপরাপর উদ্যোগ গ্রহণ করে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করা;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬: সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৯: ২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.১০: জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করাসহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.ক: আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেসহ সকল পর্যায়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সহিংসতা প্রতিরোধসহ সন্ত্রাস ও অপরাধ মোকাবেলার সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা ।

উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অধিদপ্তর কর্তৃক জি টু জি ভিত্তিতে ই- পাসপোর্ট প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জার্মানীর সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্মাক্ষরিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন চুড়ান্ত পর্যায়ে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ডিপিপি চুড়ান্ত পর্যায়ে। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২ কোটি ০৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৬ শত ৩৪টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এবং ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ২ শত ৪১টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।

## উদ্ভাবন (Innovation) সংক্রান্ত:

অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দ্বারা গৃহীত ১টি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ইনোভেশন সেশন যুক্ত করা হয়েছে।

### ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন

| ক্র. নং | বিষয় | বাস্তবায়ন কার্যকাল | দলনেতা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | অর্জিত ফলাফল | পরিমাপ |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | e-Queue Managment | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ | মহাপরিচালক/ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | প্রধান কার্যালয়ে ভিসা শাখায় চালু করা হয়েছে। ভিসা সেবার জন্য আগত বিদেশী নাগরিকদের শৃঙ্খলভাবে সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। | শৃঙ্খলভাবে সেবা প্রদানকৃত। |

### ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

| ক্র. নং | প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম) | বাস্তবায়নকাল | | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী) | প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদন্ড) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | শুরুর তারিখ | সমাপ্তির তারিখ | | | |
| ১ | প্রধান কার্যালয়ে হেল্পলাইনসহ 'কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন'। | ০১ জুলাই ২০১৮ | ৩০ জুন ২০১৯ | জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকা, সহকারি পরিচালক, (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা) | আবেদনকারী নির্দিষ্ট ফোন নাম্বারে (হেল্পলাইনে) ফোন করে অথবা E-mail এর মাধ্যমে 'কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র' হতে পাসপোর্ট ও ভিসা সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারবে। | সেবা প্রত্যাশীদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি সহজীকৃত। |
| ২ | 'পেপারলেস পাসপোর্ট ইস্যু ও বিতরণ প্রক্রিয়া' ব্যবস্থাপনা চালু করা। | ০১ জুলাই ২০১৮ | ৩০ জুন ২০১৯ | জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকা, সহকারি পরিচালক, (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা) | এ প্রক্রিয়ায় পাসপোর্ট ইস্যু করা হলে ২০টি ধাপ হতে ৯টি ধাপ কমিয়ে মাত্র ১১টি ধাপে পাসপোর্ট ইস্যু করা সম্ভব হবে এবং সহজে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। | বিদ্যমান পাসপোর্ট ইস্যু প্রক্রিয়ার ২০টি ধাপ হতে ৯টি ধাপ কমিয়ে মাত্র ১১টি ধাপে পাসপোর্ট ইস্যু করা সম্ভব হবে। |
| ৩ | ডিপ্লোমেটিক সেন্টার স্থাপন। | ০১ জুলাই ২০১৮ | ৩০ জুন ২০১৯ | মহাপরিচালক/ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট আবেদন জমা ও বিতরণ সহজতর হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন হবে। | ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট আবেদন জমা ও বিতরণ সহজীকৃত। |
| ৪ | 'পাসপোর্ট সহায়িকা' এপস্ চালু করা। | ০১ জুলাই ২০১৮ | ৩০ জুন ২০১৯ | জনাব বিপুল কুমার গোস্বামী, উপপরিচালক (প্রশাসন ও সংস্থাপন) | পাসপোর্ট প্রার্থীদের তথ্য প্রাপ্তি ও আবেদন জমা সহজতর হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন হবে। | পাসপোর্ট প্রার্থীদের তথ্য প্রাপ্তি ও আবেদন জমা সহজীকৃত। |

### তথ্য অধিকার আইনঃ

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা উপপরিচালক (প্রশাসন ও সংস্থাপন) এবং আপীল কর্মকর্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। এছাড়া সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dip.gov.bd নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হচ্ছে। ফেসবুক পেজের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের তথ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া হেল্পলাইনের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

### অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):

অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে উপপরিচালক (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জনাব মো: বিপুল কুমার গোস্বামীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সাপ্তাহিক গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## উত্তম চর্চাসমূহ(Good Practices):

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ আওতাধীন ৬৯টি কার্যালয়ে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নে এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্মোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

⇨ ফেডারেল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট প্রেরণ:
প্রবাসি বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট পেতে দীর্ঘ বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনা করে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডারেল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

⇨ অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ফিস জমা দানের ব্যবস্থা:
পাসপোর্টের ফি জমা প্রদানের সুবিধার্থে এবং জালজালিয়াতি প্রতিরোধের নিমিত্তে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারী ০৫টি ব্যাংক (ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক ও ব্যাংক এশিয়া) এর মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফিস জমা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ সহজেই অনলাইন ব্যাংকগুলোর যেকোনো শাখায় পাসপোর্টের ফি জমা দিতে পারছেন।

⇨ অনলাইনে পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা:
অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পাসপোর্ট(www.passport.gov.bd) ও ভিসার(www.visa.gov.bd) আবেদন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে পাসপোর্ট ও ভিসার অবস্থান অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে অফিসে না এসেই পাসপোর্ট ও ভিসা প্রার্থীগণ ইন্টারনেট এর মাধ্যমে তাদের আবেদনপত্রের অবস্থান জানতে পারেন। এতে পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনসেবা নিশ্চিত হচ্ছে।

⇨ মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান:
পাসপোর্টের আবেদনের স্ট্যাটাস মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবেদনকারীগণ ৬৯৬৯ নাম্বারে SMS করে আবেদনপত্রের অবস্থান, পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে কিনা ইত্যাদি জানতে পারেন। তাছাড়া পাসপোর্ট তৈরী হলে সয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনকারীর মোবাইলে SMS করা হয়।

⇨ শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান:
উন্নত পাসপোর্ট সেবা প্রদান ও দাপ্তরিক কাজে উত্তম চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৭ সাল থেকে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের উত্তমচর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ক্রেস্ট ও পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

⇨ ‘পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ’ উদযাপন :
জনগণের দৌরগোড়ায় পাসপোর্ট সেবা পৌঁছে দিতে এবং জনসাধারণের মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা গ্রহণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে এ অধিদপ্তর ‘পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ’ উদযাপন করছে।

⇨ ‘ওয়েববেজ ডাটাবেজ এবং ই-ফাইলিং‘ চালুকরণ:
প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনতে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ওয়েববেজ ডাটাবেজ চালুকরণ এবং ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তিকরণ চালু করা হয়েছে।

⇨ গণশুনানির ব্যবস্থা:
প্রতিটি অফিসে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার পাসপোর্ট ও ভিসা সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ নিরসনে ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণে গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রধান কার্যালয়ে গণশুনাণীর মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ;

⇨ **ফেসবুকের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও অভিযোগ প্রতিকার:**
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে মোট ৬৮ টি Facebook page খোলা হয়েছে। ফেসবুক পেজের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের বিভিন্ন তথ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে । এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে নাগরিক মতামত গ্রহণ এবং অভিযোগ ও সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করা হয়।

⇨ সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান:
সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি অফিসে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করে সে অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

⇨ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু:
সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা প্রধান কার্যালয়ের নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে দেশে ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

⇨ তথ্য সহায়তা প্রদান:
প্রতিটি অফিসে একাধিক হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের দর্শনীয় স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণের প্রয়োজনীয় শর্ত ও তথ্যাবলী প্রর্দশন করা হচ্ছে। পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজীকরণ করতে নানাবিধ তথ্য সম্বলিত নির্দেশিকা প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে।

এছাড়াও অফিসের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধার লক্ষ্যে নিম্মোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

⇨ প্রতিটি অফিসে বৃদ্ধা, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধা ও মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র পাসপোর্ট ও ভিসা আবেদনপত্র জমাদান/বিতরণ কাউন্টারের ব্যবস্থা;
⇨ অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের সেবা নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি অফিসে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থাকরণ;
⇨ প্রতি অফিসে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং সপ্তাহে ন্যূনতম ০১ দিন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বাক্স খোলা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।
⇨ তৈরি অথচ দীর্ঘ দিন অবিলিকৃত পাসপোর্টের ID নম্বর সেবাপ্রার্থীদের সুবিধার্থে facebook page-এ শেয়ার করা ;
⇨ প্রতিটি অফিসে স্যোশাল মিডিয়া আড্ডা আয়োজন;
⇨ অফিসে আগত সেবাপ্রাথীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থাসহ ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অপেক্ষমানদের জন্য ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
⇨ জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে Youtube/facebook এ পাসপোর্ট ও ভিসা সম্পর্কিত নাটিকা প্রচার করা এবং প্রতিটি অফিসের অপেক্ষাগারে স্থাপিত ডিসপ্লে মনিটরে তা দেখানোর ব্যবস্থা ;
⇨ পাসপোর্ট ও ভিসা সেবার মানন্নোয়নে সেবা গ্রহীতাদের সুপারিশ ও অভিমত নিবন্ধনের জন্য প্রতিটি অফিসে Client Satisfaction রেজিস্টার সংরক্ষণ;
⇨ সেবাগ্রহীতাদের জন্য নামাজের স্থানের ব্যবস্থা;
⇨ পর্যাপ্ত ব্যবহার উপযোগী টয়লেট নিশ্চিতকরণ;
⇨ প্রতিটি অফিসের জন্য নির্দিষ্ট কর্পোরেট সিম/মোবাইল নম্বর প্রদান, যাতে কর্মকর্তা পরিবর্তন হলেও মোবাইল নম্বর একই থাকে এবং সেবাপ্রার্থীগণ সহজেই যোগাযোগে করতে পারেন।
⇨ IP ফোনের মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের সাথে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা ।

**২০১৭ সালে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের তালিকা:**

| ক্রমিক নং | নাম, পদবী ও কর্মস্থল | ছবি | ক্রমিক নং | নাম, পদবী ও কর্মস্থল | ছবি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম,<br>উপপরিচালক,<br>প্রশাসন ও সংস্থাপন<br>প্রধান কার্যালয়। | | ৮. | জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকা<br>সহকারী পরিচালক<br>পরিকলপনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা<br>প্রধান কার্যালয়। | |
| ২ | জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম খান<br>উপপরিচালক<br>অর্থ ও নিরীক্ষা<br>প্রধান কার্যালয়। | | ৯. | জনাবা নাসরিন পারভী নুপুর<br>সহকারী পরিচালক<br>সংস্থাপন শাখা<br>প্রধান কার্যালয়। | |
| ৩. | জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ভূইয়া<br>সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট<br>প্রধান কার্যালয়। | | ১০. | জনাবা সালমা আখি<br>সহকারী পরিচালক<br>আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস,<br>মানিকগঞ্জ। | |
| ৪. | জনাব আবু নোমান মোঃ জাকির হোসেন<br>উপপরিচালক<br>বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস,মনসুরাবাদ,চট্টগ্রাম। | | ১১. | জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম<br>উপসহকারী পরিচালক<br>আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস,<br>উত্তরা। | |
| ৫. | জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন<br>সহকারী পরিচালক<br>ভিসা শাখা<br>প্রধান কার্যালয়। | | ১২. | জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ<br>উপসহকারী পরিচালক<br>ভিসা শাখা<br>প্রধান কার্যালয়। | |
| ৬. | জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন<br>সহকারী পরিচালক<br>পাসপোর্ট শাখা<br>প্রধান কার্যালয় | | ১৩. | জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পাটওয়ারী<br>উপ সহকারী পরিচালক<br>আঞ্চলিক পাসপোরর্ট অফিস,<br>নারায়ণগঞ্জ | |
| ৭. | জনাব মোহাম্মদ নুরুল হুদা<br>সহকারী পরিচালক<br>আঞ্চলিক পাসপোরর্ট অফিস,<br>নারায়ণগঞ্জ | | | | |

**২০১৭ সালে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কর্মচারীগণের তালিকাঃ**

| ক্র. নং | কর্মচারীর নাম | পদবী ও অফিসের নাম |
|---|---|---|
| ১ | জনাব মোঃ মোর্শেদুল হক | উচ্চমান সহকারী, সংস্থাপন শাখা,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। |
| ২ | জনাব মোঃ মোস্তফা জামান | উচ্চমান সহকারী, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, মনসুরাবাদ, চট্টগ্রাম। |
| ৩ | জনাবা মাসুদা আল আসমাউল | উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। |
| ৪ | জনাব মোঃ তৌফিকুর রহমান | উচ্চমান সহকারী, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট। |
| ৫ | জনাব মোস্তাকীম আমির | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, প্রশাসন শাখা,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। |
| ৬ | জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম (মরোনত্তোর) | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক,বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা। |
| ৭ | জনাব মহিন উদ্দিন | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, আগারগাঁও, ঢাকা। |
| ৮ | জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কুষ্টিয়া। |
| ৯ | জনাব মোঃ ইসমাইল সরকার | অফিস সহকরী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। |
| ১০ | জনাব মোঃ সাইফ উদ্দিন | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, প্রশাসন শাখা,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। |
| ১১ | জনাব মিলন হোসেন | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, আগারগাঁও, ঢাকা। |
| ১২ | জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম | অফিস সহকরী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উত্তরা,ঢাকা। |
| ১৩ | জনাবা রোমা আক্তার খানম | সুপারিনটেনডেন্ট, পাসপোর্ট অফিস, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
| ১৪ | জনাব মোঃ মাসুম | ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, ভিসা শাখা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। |
| ১৫ | জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম | ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, পাসপোর্ট শাখা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। |
| ১৬ | জনাব মোঃ রফিজ মিয়া | সহকারী হিসাব রক্ষক , বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, মনসুরাবাদ, চট্টগ্রাম। |
| ১৭ | জনাব মোঃ মাহফুজ্জামান | সহকারী হিসাব রক্ষক , বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা। |

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থানঃ**

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক(পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা) জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সেশন যুক্ত করা হয়েছে।

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন: ২০১৭-২০১৮**

| কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট | ভিত্তিবছর ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ প্রকৃত অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ |
| **১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা** | | | | | | |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট | ০১ | ০৪ | ০৪ |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের হার | % | শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট | - | ১০০ | ৫০ |
| ১.৩ দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিতকরণ | চিহ্নিত অন্তরায়সমূহ | তারিখ | শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট | - | ১৫ মার্চ | ০১ মার্চ ১৮ |

| কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট | ভিত্তিবছর ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ প্রকৃত অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ |
| ১.৪ অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট | ০০ | ০৪ | ০২ |
| **২. সচেতনতা বৃদ্ধি** | | | | | | |
| ২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মাসব্য ও অর্থ) | ১২ | ১২ | ১২ |
| ২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | সহকারি পরিচালক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ শাখা | ১৫০ | ১৭৫ | ৭০৪ |
| **৩. জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার** | | | | | | |
| ৩.১ পাসপোর্ট আইন, ২০১৭ প্রণয়ন | প্রণীত আইন | % | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | ৪০ | ৬০ | ২০ |
| ৩.২ ইমিগ্রেশন আইন, ২০১৭ প্রণয়ন | প্রণীত আইন | % | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | ১০ | ৩০ | ২০ |
| ৩.৩ পাসপোর্ট বিধি, ১৯৭৪ এর পাসপোর্টের মেয়াদ সম্পর্কিত ধারাটি সংশোধন | পাসপোর্ট বিধি, ১৯৭৪ এর পাসপোর্টের মেয়াদ সম্পর্কিত ধারাটি সংশোধিত | % | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | ৭০ | ৩০ | ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় ই-পাসপোর্ট প্রকল্প শুরুর সাথে যুগপৎ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। |
| **৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান** | | | | | | |
| ৪.১ 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭'-এর বিধানানুসারে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান | প্রদত্ত পুরস্কার | সংখ্যা | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মাসব্য ও অর্থ) | - | ০৬ | ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে । |
| **৫. ই-গভর্ন্যন্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ** | | | | | | |
| ৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেমের ব্যবহার | ই-মেইল/ এসএমএস-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিষয় | % | সিস্টেম এনালিস্ট | ৮৫ | ১০০ | ৯৫ |
| ৫.২ বিভিন্ন মাধ্যম (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ) ব্যবহার করে অনলাইন কনফারেন্স আয়োজন | অনুষ্ঠিত অনলাইন কনফারেন্স | সংখ্যা | সিস্টেম এনালিস্ট | ০২ | ০৪ | ০৪ |
| ৫.৩ দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ই-ফাইলিং ফোকাল পয়েন্ট | ০৫ | ৪০ | ৩৫ |
| ৫.৪ দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোড ব্যবহার | ইউনিকোড ব্যবহার করে কার্য সম্পাদন | % | সহকারি পরিচালক, প্রশাসন | ২৫ | ১০০ | ৯৫ |

| কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট | ভিত্তিবছর ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ প্রকৃত অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ |
| ৫.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তিতে বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থার জন্য প্রযোজ্য কমপক্ষে দুটি করে অনলাইন সেবা চালু করা | ন্যূনতম দুটি অনলাইন সেবা চালুকৃত | তারিখ | সিস্টেম এনালিস্ট | - | ৩০ এপ্রিল ২০১৮ | অধিদপ্তরের সেবাগুলো অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা চালু আছে। |
| ৫.৬ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন | ই-টেন্ডারে সম্পাদিত ক্রয় কার্য | % | সহকারি পরিচালক, সংস্থাপন | ০০ | ৫০ | ৫ |
| ৫.৭ দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার | দাপ্তরিক সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চালু | তারিখ | এ্যাসিসটেন্ট সিস্টেম এনালিস্ট | ৬৮টি অফিসের পেজ চালুকৃত | ১/৭/২০১৭ | ১/৭/২০১৭ এর পূর্ব হতে দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চালু আছে। |
| **৬. জনসেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ** | | | | | | |
| ৬.১ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন | উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম | ১৫ ফেব্রুয়ারি | ৫ আগস্ট | ২ আগস্ট |
| ৬.২ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৭ সালের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা | তারিখ | ইনোভেশন অফিসার | ১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন | ৩১/০৩/১৮ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ - |
| ৬.৩ দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে একটি করে সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ | সেবা পদ্ধতি সহজীকরণকৃত | তারিখ | ইনোভেশন অফিসার | ১টি সেবা পদ্ধতি সহজীকৃত | ৩১/০৩/১৮ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ |
| **৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ** | | | | | | |
| ৭.১ দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি | অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | দিন | উপ -পরিচালক, প্রশাসন ও সংস্থাপন | - | ৩ দিন | ৩ দিন |
| ৭.২ অভিযোগ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিতকরণ | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ অবহিতকরণ | দিন | উপ -পরিচালক, প্রশাসন ও সংস্থাপন | - | ৫ দিন | ৫ দিন |
| ৭.৩ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | % | উপ-পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা) | ৪০ | ৬০ | ১৭ |
| ৭.৪ দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম (যেমন: ইলেক্ট্রনিক উপস্থিতি, গণশুনানী, ইত্যাদি) গ্রহণ | গৃহীত কার্যক্রম | সংখ্যা | উপ -পরিচালক, প্রশাসন ও সংস্থাপন | ১ | ২ | ২ |
| ৭.৫ দপ্তর/সংস্থার দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ (Grey Area) চিহ্নিতকরণ | চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ | সংখ্যা | অতিরিক্ত মহা-পরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | - | ৪ | ৪ |
| ৭.৬ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ | অনলাইন প্রশিক্ষণে সনদ প্রাপ্ত | তারিখ | উপ -পরিচালক, প্রশাসন ও সংস্থাপন | - | ৩১/০৩/১৮ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। |

| কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট | ভিত্তিবছর ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ প্রকৃত অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ |
| ৮. **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম (প্রযোজ্য নয়)** | | | | | | |
| ৯. **দপ্তর/সংস্থার নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম** | | | | | | |
| ৯.১ নির্ধারিত সময়ে এমআরপি ইস্যুকরণ | ইস্যুকৃত এমআরপি | % | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | ৭৫ | ১০০ | ৮৫ |
| ৯.২ নির্ধারিত সময়ে এমআরভি ইস্যুকরণ | ইস্যুকৃত এমআরভি | % | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | ৭৫ | ১০০ | ৮০ |
| ৯.৩ হয়রানিমুক্তভাবে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের জন্য প্রত্যেক কর্মদিবসের শুরুতে পাসপোর্ট সেবা প্রদান কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা সভা আয়োজন | আয়োজিত আলোচনা সভা | সংখ্যা | অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মাসব্য ও অর্থ) | ১৪০ | ১৫০ | ১৫০ |
| ৯.৪ পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা | ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম | সংখ্যা | এ্যাসিসটেন্ট সিস্টেম এনালিস্ট | ৯০ | ১২০ | ১৫০ |
| | | | | | | |
| ১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) অর্থের পরিমাণ | বরাদ্দকৃত অর্থ | লক্ষ টাকা | উপ-পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা) | ০০ | ৪০০০০০ | ৫০৬০ |
| | | | | | | |
| ১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন | পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত | তারিখ | শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট | ২২ মার্চ | ১৫ জুলাই | ১২ জুলাই |
| ১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল | পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট | ৪ | ৪ | ৪ |
| ১১.৩ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন | পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত | তারিখ | পরিচালক / উপ-পরিচালক, বিভাগীয়/ আঞ্চলিক অফিস | ৩১ জানুয়ারি | ১০ আগস্ট | ১০ আগস্ট |
| ১১.৪ আওতাধীন মাঠ পর্যোয়র কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দপ্তর/সংস্থায় দাখিল | পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | পরিচালক / উপ-পরিচালক, বিভাগীয়/ আঞ্চলিক অফিস | ৭ | ৬৭ | ৬৭ |

**২০১৭-২০১৮ সনের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ:**

**১. এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম সম্প্রসারণ:**

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন "ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, ৬২টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ৭টি ভিসা সেল, ৩৩টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, ৭০টি এসবি/ডিএসবি অফিস, কেন্দ্রীয় পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৯টি বাংলাদেশ দূতাবাসে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনা করে জনগণকে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা দেয়ার নিমিত্ত ঢাকা জেলায় অতিরিক্তি ৪(চার)টি স্থানে (ঢাকা পূর্বাঞ্চল, ঢাকা পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয়) ৪(চার)টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি অফিস এমআরপি প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। অবশিষ্ট ২টি অফিস স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট(এমআরপি) ইস্যু করা হয়েছে ৩৩,১৭,০৪৮টি। এমআরপি প্রদানের পাশাপাশি বিদেশস্থ মিশনসমূহ হতে মেশিন রিডেবল ভিসা(এমআরভি) প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মেশিন রিডেবল ভিসা(এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে ৪,৪৪,৭৮৬টি।

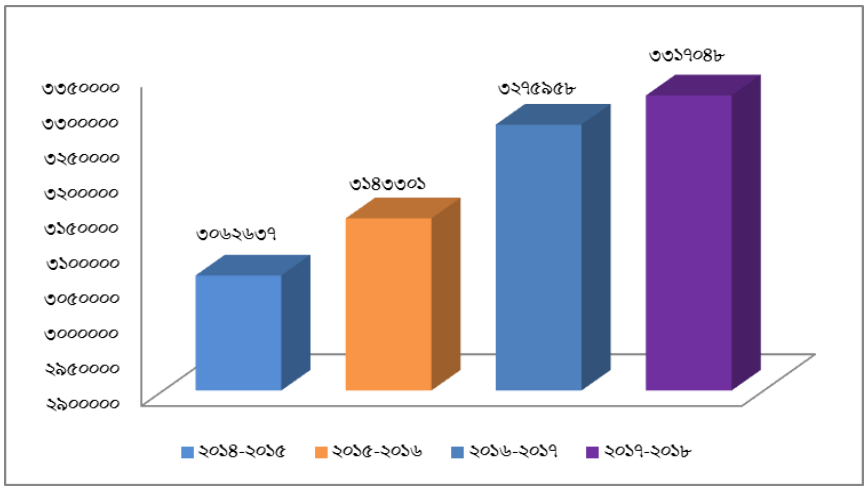


লেখচিত্র (ক): ২০১৭-২০১৮ সালে এমআরপি ইস্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি

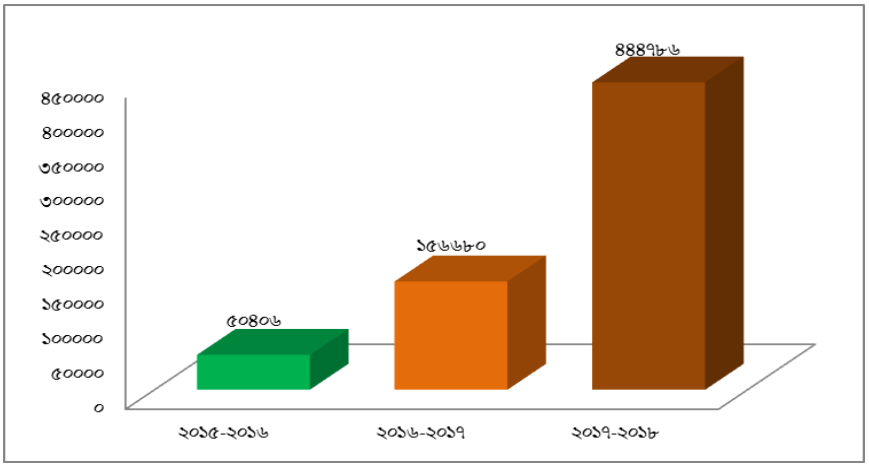


লেখচিত্র (খ): ২০১৭-২০১৮ সালে এমআরভি ইস্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি

**২.অবকাঠামোগত উন্নয়ন:**

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৯টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১০৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৭(সতের)টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৫টি অঞ্চলিক অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আরও ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। ঢাকার উত্তরায় প্রায় ২৮(আটাশ) কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এর নির্মাণ কাজ চলছে।

**২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প:**

১. **পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ:**

রাজধানী ঢাকার উত্তরায় ১ বিঘা জমির উপর পূর্ণাঙ্গ পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, পাসপোর্ট ওয়্যার হাউজ ও পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কেন্দ্র থাকবে।

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৯।

প্রকল্প ব্যয় : ২৮৮৮.৯০ লক্ষ টাকা।

উত্তরায় নির্মানাধীন পার্সোনালাইজেশন সেন্টার।

২. **১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মানাধীনঃ**

এই প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, ভোলা ও বরগুনা জেলায় মোট ১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান।

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯।

প্রকল্প ব্যয় : ১০৭৬০.৯৯ লক্ষ টাকা।

নির্মাণাধীন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঝিনাইদহ

**৩.ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনঃ**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জার্মান সফরকালীন ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গত ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে ঈঈউঅ (সিসিইএ) তে ভেরিডোজ জার্মানী কোম্পানী হতে সরাসরি ক্রয়ের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। অনুমোদন প্রাপ্তির পর ভেরিডোজ কোম্পানীর নিকট টেন্ডার প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে ৪৬৩৫ কোটি টাকা ।

## প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণের বিবরণ:

২০১০ এ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তনের ফলে সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাসের আওতায় দেশের সকল জেলায় পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা'য় স্থাপিত ১টি ভিসা সেল-এর অতিরিক্ত ৬টি ভিসা সেল এবং মোট ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল সৃজন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জনগণকে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা দেয়ার নিমিত্ত ঢাকা জেলায় ৪(চার)টি স্থানে (ঢাকা পূর্বাঞ্চল, ঢাকা পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয়) ০৪(চার)টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস ১লা ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এবং পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয় ৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে উদ্বোধন করা হয় । অবশিষ্ট দুটি অফিস; পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র- ঢাকা পশ্চিম অঞ্চল, পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র- ঢাকা পূর্ব অঞ্চল চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

## প্রশিক্ষণ:

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদেপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদেপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন বিধি-বিধান ও এমআরপি এন্ড এমআরভি প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারের ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে গড়ে ৮০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

| ক্র. নং | প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের সংখ্যা | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | ইন হাউস প্রশিক্ষণ | ৪২টি | ২৭৪জন |
| ২. | অন্যান্য সংস্থায় প্রশিক্ষণ | ৭টি | ১২জন |
| ৩. | বিদেশে প্রশিক্ষণ | ১ টি | ২জন |

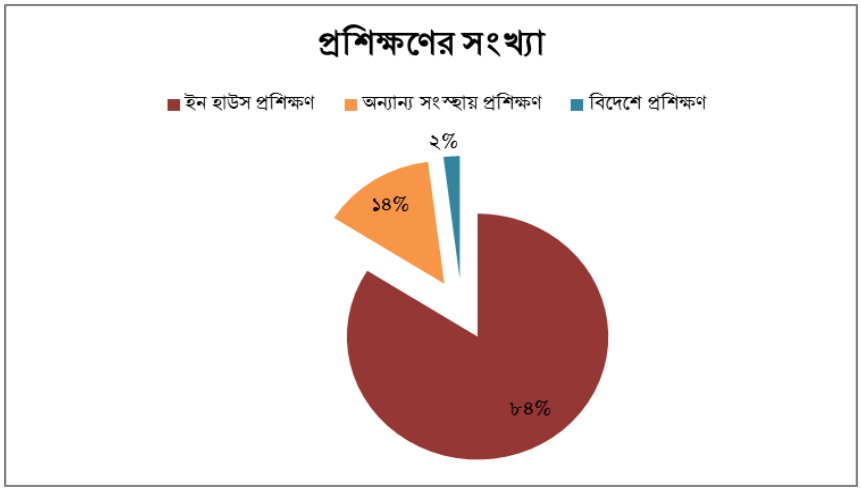

**কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের কিছু স্থির চিত্র:**

**কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের কিছু স্থির চিত্র:**

## অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ:

### ১.ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ:

অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন আঞ্চলিক অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা, তথ্য মেলা ও উন্নয়ন মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার/স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় , তথ্য মেলা ও উন্নয়ন মেলায়  বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার/স্বীকৃতি প্রাপ্তদের তালিকা:

| ক্র. নং | অফিসের নাম | পুরস্কার/ স্বীকৃতি/ সনদ |
|---|---|---|
| ১ | বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুর | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর |
| ২ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ফেনী | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ স্টল |
| ৩ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মুন্সীগঞ্জ | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর |
| ৪ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নোয়াখালী | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় ‘ কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান’ ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ |
| ৫ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুর | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ |
| ৬ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বান্দরবন | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর ক্যাটাগরিতে স্টল |
| ৭ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পটুয়াখালী | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরীতে শ্রেষ্ঠ |
| ৮ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নওগাঁ | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর |
| ৯ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, হবিগঞ্জ | উন্নয়ন মেলায় সেবা দানকারী স্টল হিসেবে ২য় |
| ১০ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কুড়িগ্রাম | তথ্য মেলা ২০১৮ এ অংশগ্রহণের স্বীকৃতি |

| | | |
|---|---|---|
| ১১ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পাবনা | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর |
| ১২ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নীলফামারি | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ |
| ১৩ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, টাঙ্গাইল | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর |
| ১৪ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কিশোরগঞ্জ | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরীতে শ্রেষ্ঠ |
| ১৫ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কিশোরগঞ্জ | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ স্টল |
| ১৬ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, সুনামগঞ্জ | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর |
| ১৭ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, সুনামগঞ্জ | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় শ্রেষ্ঠ স্টল |
| ১৮ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বরগুনা | ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরীতে শ্রেষ্ঠ |

**ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় , তথ্য মেলা ও উন্নয়ন মেলায়  বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার গ্রহণের কিছু স্হির চিত্র:**

## ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায়, তথ্য মেলা ও উন্নয়ন মেলায় বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাপ্ত পুরস্কারের কয়েকটিঃ

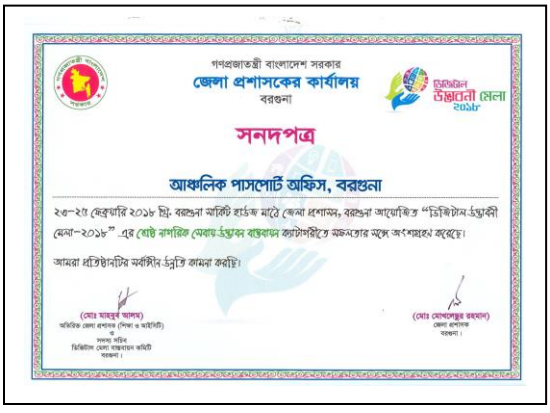


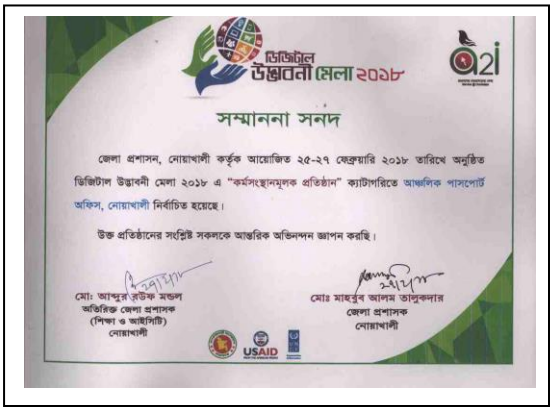

**২. পাসপোর্ট সেবায় ডিজিটাল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি:**

প্রতিটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের জন্য আলাদা Facebook ID খোলার মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Facebook পেজ এ সিটিজেন চার্টার সংযুক্ত করা হয়েছে। পাসপোর্ট আবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত নির্দেশাবলীও প্রদর্শন করা হয়েছে। Facebook এর মাধ্যমে গ্রাহক থেকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে যা সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। জেলার ওয়েব পোর্টালে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

**৩. আইন প্রণয়ন ও বিধি সংশোধন:**

পাসপোর্ট আইন ২০১৬ এর খসড়া প্রস্তুত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ পাসপোর্ট বিধিমালা-১৯৭৪ এর বিধি ৪ এর উপধারা-২ (আবেদনপত্র সত্যায়নের পদ্ধতি) প্রত্যাহার এবং বিধি-৫ এর উপ-বিধি(১) সংশোধন পূর্বক পাসপোর্টের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে সর্বনিম্ন ৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর করার প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণলায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

**৪. 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৮' উদযাপন:**

''পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার, নিঃস্বার্থ সেবাই অঙ্গীকার" এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ থেকে তৃতীয়বারের মতো ''পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৮" পালন করা হয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি "পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ- ২০১৮" উদ্বোধন করেন।

**মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি কর্তৃক "পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ- ২০১৮" উদ্বোধনের কিছু স্থির চিত্র:**

**মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি কর্তৃক "পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ- ২০১৮" উদ্বোধনের কিছু স্থির চিত্র:**

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী:

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ :

**স্বল্প মেয়াদীঃ**

(১) পাসপোর্ট আইন যুগোপযোগীকরণ।
(২) খালি পদসমূহ সরাসরি/ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ।
(৩) নিয়োগবিধি সংশোধন।
(৪) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৫) পরামর্শক নিয়োগ।
(৬) বাংলাদেশ মিশনসমূহে জনবল পদায়নসহ আহরিত রাজস্ব এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।
(৭) একজন লিগ্যাল এডভাইজার নিয়োগ।
(৮) অধিদপ্তরের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়ন।

**মধ্য মেয়াদী:**

(১) ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়ন।
(২) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ।
(৩) ইমিগ্রেশন ই-গেইট প্রচলন।
(৪) প্রধান কার্যালয়ের জন্য জায়গা নির্ধারণপূর্বক ভবন নির্মাণ।
(৫) আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণ।
(৬) পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ।

**দীর্ঘ মেয়াদী:**

(১) নিজস্ব পাসপোর্ট ফ্যাক্টরীতে পাসপোর্ট তৈরী।
(২) ইমিগ্রেশন কার্যক্রমকে সমন্বয়ের মাধ্যমে এক ছাতার নীচে পরিচালনা করা।